দূর্ভোগ আরো বাড়বে

৯৩টি রাস্তা খোঁড়ার অপেক্ষায়

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

যানজট, মশা এবং ময়লার মতো রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ঢাকার নগর জীবনের এক বড় বিড়ম্বনা। বর্ষাকাল এগিয়ে এলেই যেন ডেসা, ওয়াসা, টিএন্ডটি এবং তিতাস গ্যাস কোম্পানি নেমে পড়ে রাস্তা খোঁড়ার প্রতিযোগিতায়। বর্ষাকালে রাস্তা খুঁড়লে মানুষের দুর্ভোগ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। অবিবেচক ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত এসব সংস্থার উদ্দেশ্যই যেন নাগরিক দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেয়া। তবে বর্ষাকালে রাস্তা খোঁড়ার পেছনে অন্য কারণ আছে। সেটা হলো প্রতি অর্থবছরের শুরুতে ওই সংস্থাগুলোর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয় সরকার এবং বিদেশী দাতা সংস্থাগুলো। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং প্রকল্প তৈরি করতে চলে যায় প্রথম ৬ মাস। তারপর টেন্ডার আহ্বান, সিলেকশন, ওয়ার্ক ওর্ডার প্রদান এবং পার্সেন্টেজের হিসাব মেলাতে মেলাতে এপ্রিল-মে মাস চলে আসে। তখন তড়িঘড়ি করে কাজ শুরু করা হয়। কারণ নতুন অর্থবছর শুরুর আগে (জুলাই) কাজ শুরু করতে না পারলে বরাদ্দকৃত অর্থ ফেরত দিতে হবে।

একটি সংস্থা একবার খোঁড়া শুরু করলে ঢিমেতালে তা চলে মাসের পর মাস। দীর্ঘদিন পর খোঁড়াখুঁড়ি শেষ হলে খননকৃত জায়গাটি ভালোভাবে বালি দিয়ে ভরাট না করেই তারা চলে যায়। এরপর রাস্তাটি সিটি কর্পোরেশনের সংস্কার করার পালা।

কিন্তু এরপর প্রকল্প তৈরি, টেন্ডার আহ্বান, ওয়ার্ক ওর্ডার প্রদান করতে করতে চলে যায় আরো কয়েক মাস। মানুষের ভোগান্তি এভাবে বাড়তেই থাকে।

এখানেই শেষ নয়, একটি সংস্থা একবার খুঁড়ে গেল, রাস্তাটি সংস্কারও করা হলো। তার ২/৩ মাস পরই আরেকটি সংস্থা এসে একই রাস্তা খোঁড়া শুরু করে। সংস্থাগুলোর কাজের

আকাবাঁকা রোড ডিভাইডার; এই অদ্ভুত ডিজাইনের উদ্দেশ্য কি?

মধ্যে সমন্বয় করা গেলে একবার রাস্তা কেটেই সবার কাজ করে ফেলা সম্ভব। সে কাজটি করার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের কিন্তু কোনো সময়েই তারা সেটা করতে পারেনি, এখনো পারছে না।

পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির পর মেয়র সাদেক হোসেন খোকা সম্প্রতি উদ্যোগ নিয়েছেন সংস্থাগুলোর কাজ সমন্বয় করার। তিনি একটি মনিটরিং সেল গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে। এজন্য একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেলও গঠন করার কথা বলা হয়েছে। নিয়ম করা হয়েছে যে কোনো খনন কাজ ১৫ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে শেষ

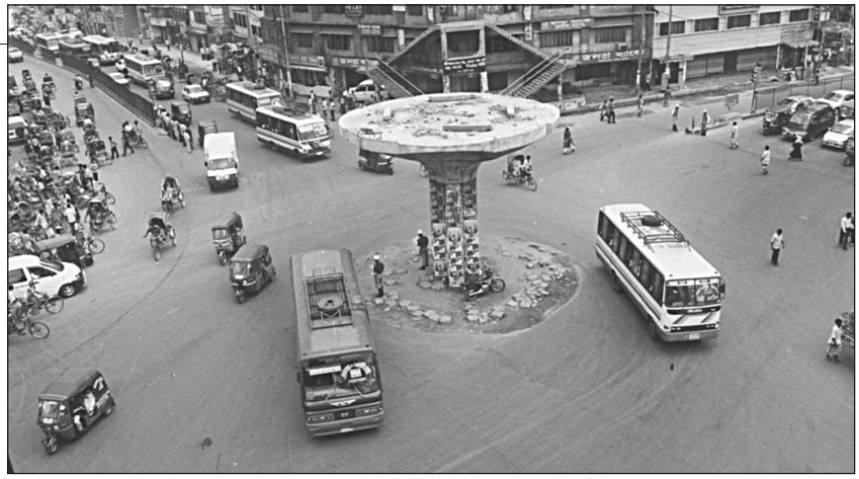

এই ফুট ওভারব্রিজগুলো স্টিল স্ট্রাকচারে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু দোষীদের শাস্তি আজও হয়নি

তিতাস গ্যাস কোম্পানি যে রাস্তাসমূহ খনন করবে

এলাকা	কত পরিমাপের রাস্তা খনন করবে
কাঁচপুর ব্রিজ হইতে ঢাকা-নাঃগঞ্জ মহাসড়ক, গোদনাইল ডিআরএস থেকে পোঃ অফিস রোড, দনিয়া, রসুলপুর	পাকা-১৫০ মিঃ
ব্রাহ্মণচিরণ এবং তৎসংলগ্ন এলাকা	পাকা-২১৭২ মিঃ
বঙ্গবাজার হকার্স মার্কেট মসজিদ থেকে নবাবপুর রোড হয়ে টিপুসলতান রোড থেকে ধোলাইখাল হয়ে সংযোগ সড়ক ঋষিকেশ দাস রোড পর্যন্ত	১৫২ মিঃ × .৩৮ মিঃ = ৫৭.৭৬ বঃমিঃ এবং ২০২০ মিঃ × .৩৮ মিঃ = ৭৬৭.৬০বঃ মিঃ
সিটি সেন্ট্রাল ডিআরএস থেকে সদরঘাট এলাকা	পাকা-২১৭২ মিঃ পাকা-৫৩৩ মিঃ
সাত মসজিদ রোড থেকে নবাবগঞ্জ থানা পর্যন্ত, ইসলামবাগ বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি	পাকা-৬৭৪ মিঃ
পুরানা পল্টন, ফকিরেরপুল, শান্তিনগর ইত্যাদি এলাকা	পাকা-৭০৮৮ মিঃ
ডেমরা সিজিএস থেকে গুলশান টিবিএস পর্যন্ত	পাকা বোরিং-২৫ মিঃ কাঁচা - ৫ মিঃ
শান্তিনগর, মালিবাগ, গুলবাগ ও উঃ বাসাবো	পাকা-৫৫৯৬ মিঃ
নয়াটোলা মগবাজার ইত্যাদি এলাকা	পাকা-৩০১০ মিঃ
সেগুনবাগিচা এলাকা	পাকা-৬৬৩১ মিঃ
সিটি সেন্ট্রাল ডিআরএস থেকে সদরঘাট এলাকা	পাকা-৫৩৩ মিঃ
সাত মসজিদ রোড থেকে নবাবগঞ্জ থানা পর্যন্ত, ইসলামবাগ বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি	পাকা-৯৬২ মিঃ
গোদারটেক, গাবতলী, মিরপুর এলাকা	পাকা-১৫ মিঃ
গোলারটেক তালতলা, পীরেরবাগ, মিরপুর	পাকা-৬১২২ মিঃ
কচুক্ষেত থেকে মিরপুর-১৪ এলাকা	পাকা-৬৯৯ মিঃ
ডিআরএস থেকে (মিরপুর ১৪ মোড় থেকে ভাষানটেক)	১৬৫ মিঃ× .৩৮ মিঃ = ৬২.৭০ বঃ মিঃ
কচুক্ষেত থেকে মিরপুর-১৪ এলাকা	পাকা-১৬৫ মিঃ
বারিধারা জে-ব্লক এলাকা।	পাকা-৯০ মিঃ কাঁচা-৮৪২ মিঃ
মহাখালী ফ্লাইওভার এলাকা	পাকা-৩১৮২ মিঃ
ঢাকা ক্যান্টঃ থেকে বিজয় সরণি, কুনিপাড়া এলাকা	পাকা-৩১১২ মিঃ

করতে না পারলে জরিমানা আদায় করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাস্তা খননের জন্য আগে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২৫ শতাংশ জামানত হিসেবে জমা দিতে হতো, এখন ১০০ ভাগ জমা দেয়ার বিধান চালু করা হয়েছে। কাগজে কলমে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লেখা হলেও বাস্তব প্রয়োগ কতটুকু হবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ঢাকা সিটির ভেতর রাজপথ এবং গলিপথ মিলিয়ে বর্তমানে কমপক্ষে অর্ধশতাধিক জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। আরো অন্তত ৯৩টি রাস্তা খোড়ার জন্য অপেক্ষায় আছে। এর মধ্যে ঢাকা ওয়াসা পূর্ব ইসলাম বাগ, প্রগতি সরণি ও জোয়ার সাহারা এলাকায় পানির পাইপ লাইন স্থাপন ও পুনর্বাসনের জন্য খনন শুরু করবে সহসাই। তিতাস গ্যাস কোম্পানি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ২০টি রাস্তা খোঁড়ার অপেক্ষায় আছে।

ডেসা ধোলাইখাল, দয়াগঞ্জ, সোনারগাঁও রোড, লালবাগসহ বিভিন্ন এলাকায় ৮টি রাস্তা খোঁড়া সহসাই শুরু করবে। টিএন্ডটি

পুরানো ডিভাইডার তুলে বসানো হচ্ছে নতুন ডিভাইডার

মতিঝিল, শেরেবাংলা নগর, খিলগাঁও, মগবাজার, মিরপুর, কল্যাণপুর এবং গুলশানের বিভিন্ন স্থানে ১৪টি রাস্তা খোঁড়ার অপেক্ষায় আছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের জন্য বিআরটিসির কল্যাণপুর বাস ডিপোর সম্মুখের রাস্তা খোঁড়া শুরু করবে। ঢাকা সিটি মেয়র সাদেক হোসেন খোকা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'রাস্তা খোঁড়ার ফলে নগরবাসীর দুর্ভোগ বেড়ে যাচ্ছে। এটা যাতে বেশ খানিকটা কমিয়ে আনা যায় সে জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি। যেসব সংস্থার রাস্তা খোঁড়া প্রয়োজন হয় তাদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং সেল গঠন হচ্ছে। শীঘ্রই এই সেলের সদস্যরা ভাগ ভাগ করে খননকৃত এলাকাগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করবেন। এবং প্রতি সপ্তাহে সবাই মিলে একটি সভায় বসে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন। খননের জন্য সর্বোচ্চ ১৫ দিন সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। ওয়াসার বড় বড় পাইপ বসানোর ক্ষেত্রে সময় ২১ দিন। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে যত বেশি লাগবে, জরিমানা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়াতে থাকবে। কাজ সমাপ্তির পরদিন থেকে যাতে সিটি কর্পোরেশন রাস্তাটি মেরামত শুরু করতে পারে সে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

খনন কার্য শুরুর আগেই সংস্থাটিকে রাস্তায় সাইন বোর্ড টাঙিয়ে লিখে দিতে হবে কবে প্রকল্প শুরু হবে এবং কখন তা শেষ হবে। যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা তাদের রাখতে হবে।'

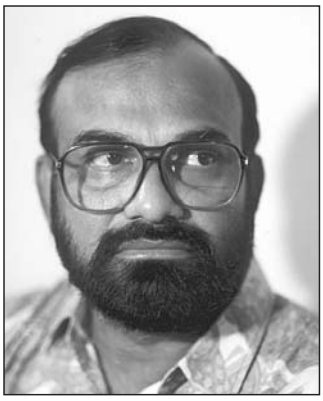

'রাস্তা খোঁড়ার ফলে নগরবাসীর দুর্ভোগ বেড়ে যাচ্ছে। এটা যাতে বেশ খানিকটা কমিয়ে আনা যায় সে জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি'

সাদের হোসেন খোকা
মেয়র
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

ডেসা যে সব রাস্তা খনন করবে

এলাকা	কত পরিমাপের রাস্তা খনন করবে
ধোলাইখাল কালভার্ট, দয়াগঞ্জ পুরাতন রাস্তা ও আয়রন ব্রীজ পর্যন্ত।	২০০ মিঃ× ০.৮৫ মিঃ = ১৭০.০০ বঃমিঃ
সোনারগাঁও রোডস্থ নিউ রমনা ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র থেকে লালবাগের ওয়াটার ওয়াস্ক ১১ কেভি উপকেন্দ্র ।	২৩০ মি× .৫ মিঃ = ১১৫ বঃ মিঃ
সোনারগাঁও রোডস্থ নিউ রমনা ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র থেকে লালবাগের ওয়াটার ওয়াস্ক ১১ কেভি উপকেন্দ্র পর্যন্ত এবং লালবাগ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র থেকে জেল রোড ১১ কেভি সুইচিং পর্যন্ত।	৮২০ বর্গ মিঃ
নিউ রমনা ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র থেকে ওয়াটার ওয়ার্কস ১১ কেভি উপকেন্দ্র পর্যন্ত এবং লালবাগ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র থেকে জেল রোড ১১ কেভি সুইচিং পর্যন্ত।	১৬৪০ মিঃ
লালবাগ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র দ্বিতীয় সোর্স নির্মাণের নিমিত্তে নারিন্দা গ্রিড উপকেন্দ্র থেকে লালবাগ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র পর্যন্ত।	৫০০০ বঃমিঃ
নিউ রমনা ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র থেকে ওয়াটার ওয়ার্কস ১১ কেভি উপকেন্দ্র পর্যন্ত এবং লালবাগ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র থেকে জেল রোড ১১ কেভি সুইচিং স্টেশন পর্যন্ত।	৮৬০ মিঃ

ডিভাইডার সরিয়ে বসানো হয়েছে, পুরানো ডিভাইডারের ওপরেরর গাছগুলো কি কেটে ফেলা হবে?

ওভার ব্রিজ ট্রজেডি গল্পে অবসান হয়নি

গত বছরের প্রথম দিকে নগরীর বারিধারা এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে নির্মিয়মান ২টি ওভারব্রিজের গার্ডার ধ্বসে প্রাণহানি হয়েছিলো। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের গাফেলতির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটলেও ১ বছর পরেও তাদের কোনো শাস্তি হয়নি। শাস্তি না হওয়ার কারণ, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটির মালিক সরকার দলীয় সংসদ সদস্য গফুর ভূঁইয়া।

উল্লেখিত ৯টি ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ ছিলো ৮ কোটি ২৯ লাখ টাকা।

এই খোরাখুঁড়ি এবং ভাঙা-গড়ার যন্ত্রণা থেকে নগরবাসীর কি মুক্তি নেই?

সিটি কর্পোরেশন সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনার আগেই ঠিকাদার ২ কোটি টাকা তুলে নিয়েছিলেন। কয়েক মাস আগে ডিসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেডএম শফিকুল ইসলাম ২০০০কে বলেছিলেন, 'গার্ডারের পরিবর্তে নির্মিয়মান ওভারব্রিজগুলো স্টিল স্টাকচার দিয়ে করা হবে।' মেয়র সাদেক হোসেন খোকা ২০০০কে জানিয়েছেন, 'সরকারি প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ড্রাইডগ লিঃ-এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তারা ৯টি ওভারব্রিজ স্টিল স্টাকচার দিয়ে তৈরি করে দিবে। ওয়ার্কশপে ব্লকসিট বানানো শুরু হয়েছে, ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিজগুলো নির্মাণ শেষ হবে। এজন্য খরচ হবে ৪ কোটি ৭২ লাখ টাকা।'

ডিভাইডার ভাঙা-গড়ার খেলা

যদি প্রশ্ন করা হয়, ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কোন কোন কাজগুলো সবচেয়ে বেশি করছে? এর মধ্যে চলে আসবে রোড ডিভাইডার ভাঙা-গড়ার কথা। এটাকে ঠিক কাজ না বলে অকাজ বলাই বোধহয় ভালো। বিশ্বব্যাংক ১৯৯৬ সালে ঢাকায় শক্তিশালী সড়ক অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ১১০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিলো। এই টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খরচ হয়েছে রোড ডিভাইডার ভাঙা-গড়ার পেছনে। তার পরে ডিসিসি নিজস্ব অর্থ এবং সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে এখাতে। কিন্তু কেন এই রোড ডিভাইডার ভাঙা-গড়ার মহড়া? পুরনো ডিভাইডার ভেঙে নতুন ডিভাইডার করা হলে তাতে রাস্তার সৌন্দর্য হয়তো বাড়ে, কিন্তু যানজট সমস্যায় জর্জরিত ঢাকা সিটির জন্য ডিভাইডার তৈরির চেয়ে নতুন রাস্তা কি বেশি প্রয়োজন নয়? গত ৬ বছর যাবৎ ঢাকায় সহস্রাধিক কিলোমিটার রোড ডিভাইডার তৈরি হয়েছে, কিন্তু এই সময়ে ১০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি হয়নি।

তারপরেও রোড ডিভাইডারগুলো সর্বত্রই আগের তুলনায় প্রশস্ত করে তৈরি হচ্ছে। এতে রাস্তার প্রস্থ এবং ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

কোথাও কোথাও আঁকাবাঁকা করে ডিভাইডারের ডিজাইন করা হয়েছে।

মিরপুর রোডে কলাবাগান এলাকায় ডিভাইডার পূর্ব স্থান পরিবর্তন করে বসানো হয়েছে। যার ফলে পুরনো ডিভাইডারে ৫/৬ বছরের পুরনো যে গাছগুলো ছিলো তা তুলে ফেলতে হবে। শুধু মিরপুর রোডে নয়, আরো কয়েকটি জায়গায় একই ঘটনা ঘটেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিটি কর্পোরেশন এবং ডিইউটিপি প্রকল্পের কয়েকজন প্রকৌশলী ২০০০কে বলেছেন, 'যে ডিভাইডার-গুলো সম্প্রতি তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে এগুলো মোটেই সুপরিকল্পিত নয়। সহসাই আবার এগুলো ভাঙার প্রয়োজন হতে পারে।'

সিটি কর্পোরেশন এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তাদের রোড ডিভাইডার ভাঙা-গড়ার এতো আগ্রহের কারণ হচ্ছে, এই প্রকল্প তৈরি করতে প্রকৌশলীদের মেধা খাটাতে হয় না। ডিভাইডার ভাঙা-গড়ার নামে ছোট ছোট প্রকল্প তৈরি করে আশীর্বাদপুষ্ট ঠিকাদারদের সন্তুষ্ট রাখা যায়। নিজেদেরও পকেট সচল থাকে। কিন্তু জনগণের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে আর কত দিন চলবে এরকম ভাঙা-গড়ার খেলা?

ছবি : আনোয়ার মজুমদার

টিএন্ডটি খুঁড়বে যেসব রাস্তা

এলাকা	কত পরিমাণ রাস্তা খনন করা হবে
অঞ্চল-১ এর আওতায় মতিঝিল	পাকা-৭৯৭৭ মিঃ কাঁচা-২৫০০ মিঃ
অঞ্চল-২ এর আওতায় মতিঝিল	পাকা-৮৪২৮ মিঃ কাঁচা-২১৩৫ মিঃ
অঞ্চল-৩ এর আওতায় শেরেবাংলা নগর	পাকা-২১৩৫ মিঃ কাঁচা -২৭৬ মিঃ
অঞ্চল-৪ এর আওতায় খিলগাঁও	পাকা-৯৩৪৫ মিঃ, কাঁচা -২৮৪২ মিঃ
অঞ্চল-৪ এর আওতায় মতিঝিল	পাকা-৬৩২০ মিঃ, কাঁচা -১৩৭৭ মিঃ
অঞ্চল-৪ এর আওতায় মতিঝিল	পাকা-২০১৪০ মিঃ, কাঁচা -৭৫০ মিঃ
অঞ্চল-৫ এর আওতায় মতিঝিল	পাকা-২৩০০ মিঃ, কাঁচা -৪৪০ মিঃ
অঞ্চল-৫ এর আওতায় মগবাজার	পাকা-২১৫৫০ মিঃ, কাঁচা -১৭৪২ মিঃ ইটের রাস্তা-১২৮ মিঃ
অঞ্চল-৭ এর আওয়ায় মিরপুর	পাকা-৭৮৭১ মিঃ, কাঁচা-৪৩৯ মিঃ ইটের রাস্তা-২৩৬ মিঃ
দারুস সালাম রোড ও কল্যাণপুর নতুন বাজার	দারসালামরোড ২০ বঃফুঃপাকা এবং কল্যাণপুর নতুন বাজার ১০ বঃমিঃ পাকা
অঞ্চল-৮ এর আওতাভুক্ত মিরপুর	পাকা-১৬৭৮ মিঃ, কাঁচা-১৪৯১ মিঃ
অঞ্চল-৮ এর আওতাভুক্ত মিরপুর	পাকা-২২৫৮১ মিঃ, কাঁচা-৫০২৯ মিঃ ইটের রাস্তা-১৯৯৫ মিঃ
অঞ্চল-৯ এর আওতাভুক্ত গুলশান	পাকা-৪০০১ মিঃ, কাঁচা-৩৪৫ মিঃ
অঞ্চল-৯ এর আওতাভুক্ত গুলশান	পাকা-১০৩৮৬ মিঃ, কাঁচা-১০৮২৫ মিঃ ইটের রাস্তা-৪৪০ মিঃ